যায়যায়দিন

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হরতালে আক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে হবে

শিক্ষার্থীরা কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর সম্পদ নয়। তারা দলমত নির্বিশেষে সবারই সন্তান। তারা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের দেশের কাণ্ডারি। কাজেই দেশের স্বার্থেই যে যার অবস্থানে থেকে তাদের দক্ষ, যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সবাইকেই অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। কিন্তু আমরা কি দেখছি। পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুগম করায় তাদের কোনোই মাথাব্যথা নেই। তার ওপর হরতালে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখছে সেখানেও তারা হামলা করছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে লালমনিরহাট সদরের বুনিয়াগাছ গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। হরতাল সমর্থক বিএনপির একটি মিছিল সেখানে পৌঁছে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় ৪ শিক্ষকসহ ১৩ জন স্কুল শিশু আহত হয়। এ সময় হরতাল সমর্থকরা ছাত্রদের বইখাতা ছিঁড়ে ফেলে, বিদ্যালয়ের চেয়ার-টেবিল, আসবাবপত্রসহ বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের দরজার গ্রিল ভাংচুর করে। ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লে পিকেটাররা সটকে পড়ে। হরতাল সমর্থকরা যা করেছে তা কোনো সভ্য সমাজই প্রত্যাশা করে না। সুতরাং এ ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডে জড়িত দুর্বৃত্তদের অবশ্যই খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

আগামী ১ এপ্রিল থেকে সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এ সময়টায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বাড়তি প্রস্তুতি থাকবে। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কারণে এতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে তার বিরূপ প্রভাব পরীক্ষার ফলাফলে যে অনিবার্য হয়ে উঠবে তা অনস্বীকার্য। দেখা গেছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায়ও হরতালের কারণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। চলতি মার্চেই এ পর্যন্ত ৯টি হরতাল পালিত হয়েছে। রাজনৈতিক এ ভয়াবহ আমাডোলের মধ্যে দেশের অসংখ্য শিক্ষার্থীদের কী হাল হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে- সেটাও রাজনীতিকদেরই ভেবে দেখতে হবে বলে আমরা মনে করি।

ইতোমধ্যেই গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, হরতালকে ঘিরে স্কুলগুলোয় নানা রকম নাশকতার ছক করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থা আরো নিশ্চিত হয়েছে জামায়াত-শিবির রেললাইন উপড়ে ফেলা, বগিতে আগুন দেয়াসহ বড় ধরনের নাশকতার ছক আঁটছে। বাস্তবে সেটিই দেখা যাচ্ছে। এবার প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ডাকা হরতালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা করা হলো। ফলে স্বাভাবিক দায় বিএনপিকেই কাঁধেই বর্তায়। সম্প্রতি বিরোধীদলীয় নেত্রী বগুড়ায় অনুষ্ঠিত এক পথসভায় ঘোষণা দেন, 'প্রয়োজনে সারাদেশ অচল করে দেয়া হবে।' কীভাবে সারাদেশ অচল করে দেয়া হবে আমাদের জানা নেই। কিন্তু সে যদি হয় চোরাগোপ্তা হামলা, নাশকতা, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুরের মাধ্যমে দেশ অচল করে দেয়া তা'হলে এতে দেশের জনগণ কখনো শামিল হতে পারে না। বরং ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করবে।

'দেশ অচল' করে দেয়ার নামে বিএনপি তথা ১৮ দলীয় জোট যে হরতাল ডাকছে, সে হরতালে মিছিলের ভাষা কি, প্রতিবাদের ভাষা কি, রাজনৈতিক কর্মসূচি কি, তাও জনগণ জানতে পারছে না। কিন্তু নাশকতা হচ্ছেই। ফলে জনগণের ভোগান্তি আরো দ্বিগুণ হচ্ছে। অভিযোগ উঠছে নাশকতার বেশির ভাগই জামায়াত-শিবির ঘটাচ্ছে। কিন্তু ১৮ দলীয় জোটের প্রধান দল হিসেবে বিএনপির ওপর দিয়েই এর সব দায় বর্তায়। বিএনপি অবশ্যই নিবন্ধিত ও বৈধ হিসেবে দেশের একটি অন্যতম প্রধান বৃহৎ রাজনৈতিক দল। কাজেই যে কোনো বৈধ উপায়ে দলটি তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতেই পারে। সেটা সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও সমর্থিত। রাজনৈতিক দলকে মনে রাখতে হবে সহিংসতা প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। বিরোধী দল সরকারের সব কাজেই সমর্থন দেবে এটাও যেমন বিরোধী দলের চরিত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তেমনি সরকারের কোনো নীতির কারণে বিরোধী দলকেও হিংস্র ও সহিংস হয়ে উঠতে হবে এটাও গণতন্ত্রের জন্য প্রত্যাশিত নয়। ক্রিয়ার জবাব ক্রিয়া দিয়েই মোকাবেলা করতে হবে, 'সহিংস প্রতিক্রিয়া' দিয়ে নয়।

আমরা রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধ করব, কোনো অকাট্য যুক্তিতর্ক নয়, শিক্ষা ব্যাহত হয় এমন কর্মসূচি পরিহার করুন। দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন নৈতিকভাবে বিশ্বমানের শিক্ষা পেয়ে 'খাঁটি নাগরিক' হিসেবে গড়ে ওঠে সে পথ প্রশস্ত করতে উদ্যোগ নিন।